[৬.১.২] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ-৮১১০

ক্রম	স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক (তারিখ/সংখ্যা/শতকরা)	কর্মসম্পাদনের সময়কাল
০১	বিষয়ভিত্তিক লার্নিং সেশন এর মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ সম্পর্কে ধারণা প্রদান ও জ্ঞান বৃদ্ধি করা	স্মার্ট বাংলাদেশ সম্পর্কিত লার্নিং সেশন আয়োজন	সংখ্যা- ০২ টি	জুলাই, ২০২৪ খ্রিঃ - জুন, ২০২৫ খ্রিঃ
০২	স্মার্ট বাংলাদেশ সাথে সম্পর্কিত প্রযুক্তিসমূহের উপর ভিত্তি করে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা	স্মার্ট বাংলাদেশ সম্পর্কিত (ফ্রি ল্যান্সিং বিষয়ক) প্রশিক্ষণ আয়োজন	সংখ্যা- ১০০ জন	জুলাই, ২০২৪ খ্রিঃ - জুন, ২০২৫ খ্রিঃ
০৩	স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন করা	স্মার্ট বাংলাদেশ সম্পর্কিত কর্মশালা আয়োজন	সংখ্যা- ০২ টি	জুলাই, ২০২৪ খ্রিঃ - জুন, ২০২৫ খ্রিঃ
০৪	স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক সভা আয়োজন করা	স্মার্ট বাংলাদেশ সম্পর্কিত সভা আয়োজন	সংখ্যা- ০২ টি	জুলাই, ২০২৪ খ্রিঃ - জুন, ২০২৫ খ্রিঃ
০৫	স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে নলেজ শেয়ারিং এর জন্য দেশের অভ্যন্তরে ভিজিটের ব্যবস্থা করা	উন্নত তথ্য প্রযুক্তির সাথে সম্পর্কিত যেকোন প্রতিষ্ঠান/ স্থান ভিজিটের মাধ্যমে জ্ঞান বৃদ্ধি করা	সংখ্যা- ১৫ জন	জুলাই, ২০২৪ খ্রিঃ - জুন, ২০২৫ খ্রিঃ

২৫/০৬/২০২৪
কৃষিবিদ মোঃ শামীম আহমেদ
সহকারী পরিচালক (কৃষি)
বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড),
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ-৮১১০

২৫/০৬/২০২৪
মোহাম্মদ তোজাম্মেল হক
যুগ্ম পরিচালক (কৃষি)
বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড),
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ

২৫/০৬/২০২৪
মোঃ মাহমুদুন্নবী
পরিচালক
বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন ...
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন

স্মার্ট বাংলাদেশ বলতে বোঝায় মূলত প্রযুক্তিনির্ভর জীবন ব্যবস্থা, যেখানে সব ধরনের নাগরিক সেবা থেকে শুরু করে সবকিছুই হবে স্মার্টলি। কোনরকম ভোগান্তি ছাড়াই প্রতিটি নাগরিক পাবে তথ্যের নিশ্চয়তা এবং নাগরিক সুবিধা। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সর্বপ্রথম স্মার্ট বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি ও শ্লোগান দেন। স্মার্ট

বাংলাদেশের চারটি উপাদান

১. স্মার্ট নাগরিকঃ নাগরিকেরা যখন একটি টেকসই ডিজিটাল সিস্টেমের মাধ্যমে নিজেদের তথ্য আদান-প্রদানে দক্ষ ও সক্ষম হয়, তখনই তাদেরকে 'স্মার্ট নাগরিক' বলা হয়। স্মার্ট সিটিজেনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হবে তথ্য এবং পরিষেবা সহজবোধ্যে এক্সেস, শ্রমবাজারে অবাধ সুযোগ, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং আজীবন ব্যবহারযোগ্য স্মার্ট অবকাঠামো নিশ্চিত করা।

২. স্মার্ট সরকারঃ স্মার্ট সরকার বলতে বোঝায় একটি জবাবদিহিতামূলক, প্রগতিশীল এবং স্বচ্ছ শাসন ব্যবস্থা। স্মার্ট বাংলাদেশ এমন একটি সরকারকে কল্পনা করে যেটি হবে স্বচ্ছ, দক্ষ এবং জবাবদিহিমূলক, এবং যেটি নাগরিকদের উন্নত পরিষেবা প্রদানের জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে। স্মার্ট সরকারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ই-গভর্নেন্স নিশ্চিত করা, যার লক্ষ্য সরকারি পরিষেবা এবং তথ্যে উন্মুক্ত অনলাইন অ্যাক্সেস প্রদান।

৩. স্মার্ট ইকোনমিঃ স্মার্ট বাংলাদেশের লক্ষ্য প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের প্রচার করা। স্মার্ট অর্থনীতির মধ্যে রয়েছে একটি বিশ্বমানের প্রযুক্তি পার্ক এবং আইসিটি বিজনেস ইনকিউবেটর তৈরি করা, যা প্রযুক্তি স্টার্টআপের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। স্মার্ট অর্থনীতিতে নতুন প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, সম্পদের দক্ষতা, স্থায়িত্ব এবং উচ্চ সামাজিক কল্যাণের ওপর ভিত্তি করে একটি টেকসই অর্থনীতির ভিত্তি এমনভাবে দাঁড় করানো হয়, যেখানে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ও নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়।

৪. স্মার্ট সোসাইটি:সমাজের মানুষ যখন তাদের দৈনন্দিন সকল কাজ প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করে সম্পন্ন করে, তখন সে সমাজকে স্মার্ট সমাজ বলে।

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলসহ সমগ্র দেশের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষে জাতির পিতার নামে প্রতিষ্ঠিত **বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)** বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ, গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণা ও পরামর্শ সেবা প্রদান করে থাকে। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বাপার্ড কর্তৃক ২৫/০৩/২০২৪ খ্রিঃ তারিখে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

স্মার্ট বাংলাদেশ সম্পর্কিত লার্নিং সেশন আয়োজনঃ বিষয়ভিত্তিক লার্নিং সেশন আয়োজনের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ সম্পর্কে ধারণা প্রদান ও জ্ঞান বৃদ্ধি করা। বাপার্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণে এ লার্নিং সেশনের আয়োজন করা হবে। প্রয়োজনে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের প্রশিক্ষকদের এনে লার্নিং সেশন সমৃদ্ধ করা হবে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে মোট দুইটি লার্নিং সেশনের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে।

স্মার্ট বাংলাদেশ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ আয়োজনঃ শিক্ষিত বেকার যুবকদের সমসাময়িক স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ করে তোলার লক্ষ্যে বাপার্ড কর্তৃক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হবে। বিশেষ করে ফ্রি ল্যান্সিং, অনলাইন মার্কেটিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে স্মার্ট সিটিজেন এবং স্মার্ট ইকোনমি গড়ে তোলা হবে। এজন্য আগামী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট ১০০ জন বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে।

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মশালা আয়োজনঃ বাপার্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং সরকারি বিভিন্ন দপ্তর/ সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণে বাপার্ড কর্তৃক স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন করা হবে। এর ফলে এ সম্পর্কিত ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা, চলমান কার্যক্রম পরিবিক্ষণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে মতামত সমন্বয় করা হবে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে স্মার্ট বাংলাদেশ বিষয়ক মোট দুইটি কর্মশালার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে।

স্মার্ট বাংলাদেশ সম্পর্কিত সভা আয়োজনঃ ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে এ সম্পর্কিত মোট দুইটি সভা আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে।

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে নলেজ শেয়ারিং এর জন্য দেশের অভ্যন্তরে ভিজিটের ব্যবস্থা করাঃ উন্নত তথ্য প্রযুক্তির সাথে সম্পর্কিত যেকোন প্রতিষ্ঠান/ স্থান ভিজিটের মাধ্যমে জ্ঞান বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের অংশগ্রহণে দেশের অভ্যন্তরে ভিজিটের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে।

২৫/০৩/২০২৪ খ্রিঃ তারিখে বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)- কর্তৃক স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হলো এবং গৃহীত কর্মপরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো (ওয়েবসাইটের স্ক্রিনশট সংযুক্ত)

২৫/০৩/২০২৪

কৃষিবিদ মোঃ শামীম আহমেদ
সহকারী পরিচালক (কৃষি)
বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ-৮১১০

২৫/০৩/২০২৪

মোহাম্মদ তোজাম্মেল হক
যুগ্ম পরিচালক (কৃষি)
বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ